সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসে

সাপাহারে কৃষক-ক্ষেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যেগে ৩০ জুন '১৭ নওগাঁ জেলার সাপাহারে সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান নায়ক সিধুঁ-কানু, চাঁদ-ভৈরব স্মরণে কৃষক-ক্ষেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল ৪টায় জিরো পয়েন্ট স্বাধীনতা মুক্তমঞ্চ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি সদর উপজেলার প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে স্বাধীনতা মুক্তমঞ্চে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

মঙ্গল কিসকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড ওয়াজেদ পারভেজ, বাসদ বগুড়া জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড সাইফুল ইসলাম পল্টু, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আলতাফুল হক চৌধুরী আরব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রতন সাহা রঘু, বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড জয়নাল আবেদীন মুকুল, জয়ন্ত বর্মন প্রমুখ।

এছাড়াও বাসদ জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালিত হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ : অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালিত

বহু আন্দোলন সংগ্রামের পীঠস্থান এই বাংলা। প্রকৃতিকে জয় করে এখানে বসতি স্থাপন ও জীবিকা অর্জনের ইতিহাস যেমন প্রাচীন, লুণ্ঠন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাসও তেমনি কম প্রাচীন নয়। প্রকৃতিকে জয় করে, সভ্যতা নির্মাণ করে এ অধিবাসীরা যেমন সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছে; শক্তিশালী আক্রমণকারীর হাতে পরাস্ত হয়ে ধূর্ত প্রতিপক্ষের কাছে প্রতারিত হয়ে, লুণ্ঠনের শিকার হয়ে বেদনার ইতিহাসও রচিত হয়েছে এখানে। আবার লুণ্ঠিত প্রতারিত হওয়ার বিপরীতে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের অনেক সাহসী লড়াই সংঘটিত হয়েছে এই জনপদে। অতীতের সেইসব লড়াই বর্তমানেও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে সাহস ও প্রেরণা যোগায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ তেমনি এক শৌর্যমণ্ডিত লড়াইয়ের ইতিহাস।

পাহাড় ও সমতলভূমির মিলন স্থলে সাঁওতালদের বাস। বনভূমি আর কৃষিজমি দুটোই তাদের জীবিকার ক্ষেত্র। ফলে বনজ সম্পদ আর প্রচুর ফসল মিলে এক স্বচ্ছল জনপদ হিসেবে গড়ে ওঠেছিল সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো। এই সম্পদের আকর্ষণে ছুটে আসা ব্যবসায়ীদের ধূর্ততার কাছে সহজ-সরল সাঁওতালরা প্রতারিত হতে থাকে দিনের পর দিন। ফলে ফসলের প্রাচুর্য থাকলেও অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্তি ছিল না তাদের। এই অভাব বাড়তে থাকে ইংরেজ আগমনের পর। জঙ্গল কেটে আবাদী জমিতে পরিণত করার ফলে সাঁওতালরা হারাতে থাকে তাদের আদি বসবাসের এলাকা, বদলে যেতে থাকে জীবন যাপনের অতীত ধারা। এরকম পরিস্থিতিতে ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিলে জমি থেকে

উচ্ছেদ হয়ে কুলি বা শ্রমিকে পরিণত হয়ে পড়তে থাকে সাঁওতালরা। একদিকে মহাজনি প্রথায় লুণ্ঠন, ফসলের দাম না পাওয়া, সুদের চড়া হার, সাঁওতালদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছিল অন্যদিকে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ছিন্নমূলে পরিণত হওয়ার আতঙ্ক সব মিলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায় লাখ লাখ সাঁওতাল। এ অবস্থার প্রতিকারের আশায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে বার বার ধর্না দিয়েও কোন ফল না পেয়ে আপাত শান্ত, নির্বিবাদী সহজ-সরল সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সিধু মাঝি, কানু, চাঁদ, ভৈরব এর নেতৃত্বে প্রতিবাদ প্রতিরোধের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, ফসলের ন্যায্য দাম, খাজনা-রাজস্ব বাড়ানোর প্রতিবাদ এবং সাঁওতাল এলাকা থেকে রক্তচোষা বেনিয়াদের বহিষ্কারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠে সমগ্র সাঁওতাল পরগনা। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন হাজার হাজার সাঁওতাল তীর ধনুক নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই কলকাতা অভিযানে শুধু সাঁওতাল নয় গরিব মুসলমান ও হিন্দু চাষিরাও দলে দলে অংশ নিয়েছিল। সাঁওতাল অভিযান দমন করার জন্য নির্যাতনের সমস্ত পথ গ্রহণ করেছিল বৃটিশ কোম্পানি সরকার। চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাঁওতাল নেতাদেরকে গ্রেফতার করতে গেলে সাওতালরা প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে। কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হলে ৭ জুলাই সাঁওতালরা থানা ঘেরাও করে। জ্বলে উঠে বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে।

বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা প্রথমে পরাজিত হয়। প্রায় ৮০ মাইল এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই বিদ্রোহে পরাজিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে দেশিয় জমিদার, মুর্শিদাবাদের নবাব হাতি দিয়ে সাহায্য করে, আর্থিক খরচ বহন করে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, দেশীয় জমিদার, নীলকর, নবাব সবাই মিলিতভাবে সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ দমন করে। হাজার হাজার সাঁওতালকে নৃশংসভাবে হত্যা করা, নারী-শিশু-বৃদ্ধদের উপর নারকীয় অত্যাচার নামিয়ে আনে। সিধু-কানুসহ নেতাদের ধরিয়ে দেবার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করে। সিধু-কানুর বোন ফুলমণিসহ শত শত নারীকে লাঞ্ছিত করে হত্যা করা হয়। এক অবর্ণনীয় নৃশংসতায় সাঁওতালদের বিদ্রোহকে দমন করা হয়। কিন্তু ১৮৫৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা ছড়িয়ে দেয়। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে তাড়ানো যাবে না এ মনোভাব বিস্তৃত হতে থাকে। ১৮৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহেও সাঁওতাল বিদ্রোহের শিক্ষা কাজ করেছিল।

আজ ব্রিটিশ নেই কিন্তু শোষকদের শোষণ আছে, আছে শোষিত মানুষের বেদনা। পাহাড় এবং সমতলে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা আদিবাসীদের উপর চলছে নির্যাতন, উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাদের ভিটা থেকে। দখল করছে তাদের জমি, তাদের নেই সাংবিধানিক অধিকার। এই নির্যাতন-উচ্ছেদ বন্ধ, ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ লড়াই। একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া শোষণমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা যাবে না আবার বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে না। বিদ্রোহের চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেরণা নিয়ে সাঁতাল বিদ্রোহ তাই আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।